بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

নং: ১৪৩৯-০৭/২৬ শুক্রবার, ২৬ রজব, ১৪৩৯ হিজরী ১৩/০৪/২০১৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবীতে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর গণমিছিল - কাফির সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের দালাল শাসকেরা মুখের ফুঁৎকারে মুসলিমদের প্রাণের দাবী খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনের প্রদীপকে প্রজ্জলিত করবেনই

২৮ রজব, খিলাফত পতন দিবস উপলক্ষ্যে **হিযবুত তাহ্‌রীর** কর্তৃক আয়োজিত বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী অংশ হিসেবে হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ (১৩ এপ্রিল, ২০১৮, শুক্রবার) ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ থেকে খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবীতে গণমিছিলটি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। জুম'আ'র নামায আদায়ের পর **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতা, কর্মী ও সমর্থক, এবং স্থানীয় লোকজনের অংশগ্রহনে বিভিন্ন মসজিদ থেকে বের হওয়া গণমিছিলগুলো মসজিদ সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, যেমন-মতিঝিলের শাপলা চত্বর, ইত্তেফাক মোড়, ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর সড়ক, উত্তরার জসীমউদ্দিন, বিমানবন্দর রেলস্টেশন সংলগ্ন হাজীক্যাম্প, মিরপুর রোকেয়া স্বরণী এবং চট্টগ্রামের নিউমার্কেট, ইত্যাদি প্রদক্ষিণ করে শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়। গণমিছিলে অংশগ্রহনকারীরা কলিমা খচিত পতাকা হাতে নিয়ে বলিষ্ট কণ্ঠে শ্লোগান দিতে থাকেন- "বিশ্ব মুসলিম জাগছে - খিলাফত আসছে", "খিলাফতের দাবিতে - নামতে হবে রাজপথে", "গণতন্ত্র নিপাত যাক - দেশবাসী মুক্তি পাক", "অন্ন বস্ত্র বাসস্থান - খিলাফতই সমাধান", "মুক্তির একপথ - খিলাফত খিলাফত"।

গণমিছিল কর্মসূচীতে ভীত হয়ে সরকার এটিকে পণ্ড করতে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতা-কর্মী ও জনগণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াতে বুধবার রাত হতে কাপুরুষের মত গ্রেফতার অভিযানে নামে, সন্ত্রাসী কায়দায় বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর ৫ জন সদস্যকে আটক করে, যাদের মধ্যে প্রাক্তন ব্যাংক কর্মকর্তা, আর্কিট্যাক্ট ও প্রকৌশলী রয়েছেন। মসজিদে মসজিদে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে সম্মানিত মুসল্লিদের আতঙ্কগ্রস্ত করে, কিন্তু, তাদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে মুসলিমরা তাদের পূর্ব পুরুষ হামযা, উমর, আলী (রা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তাদের অবস্থানে দৃঢ় থেকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ইচ্ছায় সকল বাধা অতিক্রম করে কর্মসূচীটিকে সফল করে।

২৮রজব, ১৩৪২ হিজরী, (৩রা মার্চ, ১৯২৪ইং) ৯৭ বছর পূর্বের এই দিনটি হচ্ছে ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও বিপর্যয়কর একটি দিন, কারণ এই দিনে মুসলিমরা কাফির সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের দালাল অভিশপ্ত মোস্তফা কামাল কর্তৃক ষড়যন্ত্রে তাদের রক্ষাকবচ খিলাফত রাষ্ট্রকে হারিয়ে ফেলে। এটা নিছক একটি রাষ্ট্রের বিলুপ্তিই ছিলনা, বরং এর মাধ্যমে মুসলিমরা কুর'আন এবং সুন্নাহ্'র বাস্তব প্রয়োগের প্রক্রিয়াকে হারিয়ে ফেলে, তাদের ঐক্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়, তারা তাদের গৌরব ও পরাশক্তির অবস্থানকে হারিয়ে ফেলে। তারপর, নেকড়ে যেভাবে তার শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনিভাবে কাফির সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের ভূমিসমূহকে তারা তাদের লালসা এবং শোষণ-লুণ্ঠনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। আমাদের সম্মানকে তারা ভূ-লুণ্ঠিত করছে, আমাদের শরীর থেকে তারা নির্বিঘ্নে রক্ত ঝরাচ্ছে।

মুসলিম উম্মাহ্'র হৃদয় ও মন থেকে খিলাফত ব্যবস্থাকে চিরতরে মুছে ফেলতে তারা আমাদের শরীরকে ৫০টিরও বেশী রাষ্ট্রে বিভক্ত করেছে, অতঃপর সেখানে তাদের পদানত দালাল শাসকদের নিয়োগ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র কিংবা স্বৈরতন্ত্রের নামে মানবরচিত কুফর জীবনব্যবস্থার অভিশাপকে জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি, অরাজকতা ও চরম অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিস্তার ঘটিয়েছে এবং যখন সাধারণ জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে নেমে এসেছে তখন তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী কাফির ও তাদের দালাল শাসকেরা এখানেই ক্ষান্ত হয়নি, মুসলিমরা যাতে আর কোনদিন খিলাফত ব্যবস্থার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে সেজন্য তারা এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচারে নামে। কিন্তু, এতকিছুর পরেও তারা এই সম্মানিত মুসলিম উম্মাহ্'র চিন্তা ও আবেগ থেকে খিলাফত ব্যবস্থাকে মুছে ফেলতে পারেনি। মুসলিমদের ইসলামী শাসনের অধীনে ফিরে আসার ইচ্ছা ও আকাঙ্খাকে দমিয়ে রাখতে তাদের সকল চক্রান্ত ও প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফলে গেছে। তাদের চাপিয়ে দেয়া প্রতিটি শাসনব্যবস্থাকেই মুসলিম উম্মাহ্ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। এবং নব্যুয়তের আদলে খিলাফত রাষ্ট্রের পুণঃপ্রতিষ্ঠাই এই উম্মাহ্'র একমাত্র গণদাবীতে পরিণত হয়েছে; প্রতিটি মুসলিম ভূ-খন্ড আজ খিলাফতের আহ্বানকারীদের পদচারণায় মুখোরিত এবং উম্মাহ্ এখন খিলাফত প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, ইনশা'আল্লাহ্।

إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে বিজয় অতি সন্নিকটে"। [সুরা বাকারাহ্ : ২১৪]

আসন্ন খিলাফত মুসলিমদের জন্য বয়ে আনবে কল্যান, মর্যাদা ও সম্মান আর ইসলামের শত্রু কাফেরদের জন্য ধ্বংস, অপমান ও পরাজয়। আসন্ন খিলাফত অধিকৃত মুসলিম ভূ-খন্ডসমূহকে মুক্ত করবে, খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া মুসলিম দেশগুলোকে এক রাষ্ট্র তথা খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করবে। এবং কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন ও আধিপত্যকে ধুলিস্যাৎ করে আল্লাহ্'র ইচ্ছায় বিশ্বের এক নম্বর পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। তাছাড়া, খিলাফতে রাশিদাহ্'র প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে ওয়াদা এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) ভবিষ্যতবাণী। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর ওয়াদাকে পরিপূর্ণ করবেন, এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশা'আল্লাহ্।

"...তারপর তিনি (আল্লাহ্) তা (জুলুমের শাসন) অপসারণ করবেন। তারপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত-নব্যুয়তের আদলে"। [মুসনাদে আহ্‌মদ]

হে মুসলিমগণ, খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা শুধু ফরয দায়িত্বই নয়, বরং এটা সকল ফরযের মা। ইজমায়ে সাহাবা অনুযায়ী যেখানে ৩দিন ২ রাতের অধিক খিলাফতবিহীন থাকা আমাদের জন্য বৈধ নয় সেখানে আমরা ৯৭ বছর খিলাফতবিহীন অতিবাহিত করে ফেলেছি। আর একটি দিনও আমরা খিলাফতহীন অতিবাহিত করতে চাইনা, তাই আসুন আমরা খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে আরও বেগবান করি এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠায় বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারদের নিকট দাবী তুলি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সেই আহ্বানে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে এমনকিছুর দিকে আহ্বান করা হয় যা তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে।" [সূরা আল-আনফাল :২৪]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ